গুগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এআই ব্রাউজার ‘অ্যাটলাস’ উন্মোচন করল ওপেনএআই



সংগৃহীত ছবি

চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআই এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ওয়েব ব্রাউজার ‘চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস’ বাজারে এনেছে। গুগল ক্রোমের আধিপত্য ভাঙতে এবং ব্রাউজিং অভিজ্ঞতায় এআই-এর গভীর সংযোজন আনতেই এই উদ্যোগ।

চ্যাটজিপিটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নতুন ওয়েব ব্রাউজার ‘চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস’ উন্মোচন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি—এটি গুগল ক্রোমের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজ করবে এবং প্রচলিত ব্রাউজিং পদ্ধতিতে এক নতুন বিপ্লব আনবে।

মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) ম্যাকওএস ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাটলাস উন্মুক্ত করা হয়।

ওপেনএআই-এর প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান জানান, অ্যাটলাস সম্পূর্ণভাবে চ্যাটজিপিটিকে কেন্দ্র করে তৈরি। এতে প্রচলিত ওয়েব ঠিকানা (URL) টাইপ করার কোনো অ্যাড্রেস বার নেই; বরং ব্যবহারকারীরা কথোপকথনের মাধ্যমেই অনুসন্ধান চালাতে পারবেন—যা ওয়েব ব্রাউজিংয়ের ধরণ বদলে দেবে।

নতুন এই ব্রাউজারে থাকবে ‘পেইড এজেন্ট মোড’, যা ব্যবহারকারীর নির্দেশ ছাড়াই নিজে থেকে অনুসন্ধান সম্পন্ন করবে। এটি শুধুমাত্র চ্যাটজিপিটি প্লাস বা অর্থপ্রদত্ত গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ওপেনএআই জানায়, এই ফিচার ব্রাউজিংয়ের গতি ও প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে তুলবে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইটসি ও সপিফাই, এবং ভ্রমণ সাইট এক্সপেডিয়া ও বুকিংডটকম-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে, যাতে চ্যাটজিপিটি থেকে সরাসরি কেনাকাটা বা বুকিং করা যায়।

অল্টম্যান জানিয়েছেন, বর্তমানে চ্যাটজিপিটি’র সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারী সংখ্যা ৮০০ মিলিয়ন, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৪০০ মিলিয়ন—মাত্র কয়েক মাসে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেক বিশ্লেষক প্যাট মুরহেড বলেন, “প্রাথমিকভাবে অনেক ব্যবহারকারী অ্যাটলাস পরীক্ষা করে দেখবেন, তবে এটি ক্রোম বা এজের মতো জনপ্রিয় ব্রাউজারের জন্য বড় হুমকি হবে কিনা, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।”

তাঁর মতে, “মাইক্রোসফট এজ ইতিমধ্যেই বহু এআই সুবিধা দিচ্ছে, ফলে অ্যাটলাসকে বাজারে জায়গা পেতে সময় লাগবে।”

এই ঘোষণা এমন সময় এলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রে আদালত এক বছর আগে গুগলকে অনলাইন সার্চে অবৈধ একচেটিয়া ক্ষমতা রাখার দায়ে অভিযুক্ত করে। যদিও বিচার বিভাগ ক্রোম আলাদা করার প্রস্তাব দিয়েছিল, আদালত তা নাকচ করে দেয়।

বিশ্বজুড়ে এখন ক্রমবর্ধমানসংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটির মতো বড় ভাষা মডেল (LLM) ব্যবহার করে উত্তর ও তথ্য অনুসন্ধান করছেন।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডেটস-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ডেস্কটপ সার্চের ৫.৯৯ শতাংশ এখন LLM-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়—যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।

অন্যদিকে, গুগলও এআই প্রযুক্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে এবং সার্চ ফলাফলে এআই-চালিত উত্তর প্রদানে জোর দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওপেনএআই-এর ‘চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস’ যদিও তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না, তবুও এটি ভবিষ্যতের ব্রাউজিংয়ের নতুন ধারা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূত্র: বিবিসি নিউজ